১৫৫৫৭

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

স্মারক নং- বামাশিবো/প্রশাসন/সাতক্ষীরা-১২/২২৯৭/৫ তারিখঃ২৫.০৬.২০১৯খ্রিঃ

বিষয়ঃ- মোঃ ফজর আলীর গত ১৪/১১/২০১৮ (ইতোপূর্বে ভুলক্রমে ২৪/০১/২০১৮ উল্লেখ করা হয়েছে) ইং তারিখের আবেদন নিস্পত্তি লক্ষ্যে স্ব স্ব দাবীর পক্ষে লিখিত বক্তব্য ও কাগজপত্রসহ বোর্ডে উপস্থিত হওয়া প্রসঙ্গে।

১) সূত্র নং-বামাশিবো/প্রশা/সাত-১২/২২৪৪/৫; তারিখঃ ২৮.০১.২০১৯খ্রিঃ
২) স্মারক নং-বামাশিবো/প্রশাসন/সাতক্ষীরা-১২/২২৬৬/৫; তারিখঃ ২৪/০৪/২০১৯ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলাধীন হাদিপুর জগন্নাথপুর আহছানিয়া আলিম মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (আইসিটি) জনাব মোঃ ফজর আলী ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক অবৈধভাবে সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহার করে স্বপদে বহাল ও বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা পাইতে পারে তার জন্য গত ১৪/১১/২০১৮ (ইতোপূর্বে ভুলক্রমে ২৪/১১/২০১৮ উল্লেখ করা হয়েছে)_ খ্রিঃ তারিখে আবেদন করেন, তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ১ নং স্মারকে মাদ্রাসার সভাপতি ও অধ্যক্ষকে সমর্থনীয় কাগজপত্রসহ সুস্পষ্ট লিখিত ব্যাখ্যা চেয়ে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে বিষয়টি জটিল হওয়ায় সূত্রোক্ত ২ নং পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুনানীতে উপস্থিত হওয়ার জন্য পত্র দেয়া হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে বিগত ০৮/০৫/২০১৯খ্রিঃ তারিখে বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

২। শুনানীকালে অভিযোগকারী মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (আইসিটি) জনাব মোঃ ফজর আলী যে বক্তব্যে প্রদান করেন তা সংক্ষেপে নিম্নরুপঃ
তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট। যে মেয়েকে ধর্ষণের কথা বলা হয়েছে সে মেয়ে লিখিত এভিডেভিট দিয়েছে যে, অভিযোগ সমূহ মিথ্যা। তাকে ফাঁসানোর জন্য ঘটনা সাজানো হয়েছে এবং এর সাথে অধ্যক্ষ হুজুর জড়িত। বোর্ডের আপীল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটি কর্তৃক ২১/০৬/২০০৬ ও ২২/০৬/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে অধ্যক্ষ হুজুরকে পূর্বের মাদ্রাসা থেকে অপসারণ অনুমোদন করা হয়। তথ্য গোপন ও অনিয়ম করে বর্তমান মাদ্রাসায় নিয়োগ পান। যা আমার জানা ছিল। মাউশি কর্তৃক তার বেতন বন্ধের সুপারিশ করা হয়। জনাব মোঃ ফজর আলী ১৪/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে লিখিত আবেদনে উল্লেখ করেন যে বিগত ১০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে রাত অনুমান ১০.০০ ঘটিকায় ভিকটিম মোছাঃ সুমাইয়া খাতুন এর পড়ার ঘরে প্রবেশ করে ধর্ষণের অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত ভিকটিমের বাড়ী তার বাড়ি থেকে প্রায় ১৫ কি.মি দুরে অবস্থিত। উক্ত ঘটনার তারিখ ২৪ রমজান ছিল। ওই দিন তার বাসায় মসজিদের এতেকাফের লোকদের মেহমানদারি থাকায় তিনি তাদের তত্বাবধানের জন্য সার্বক্ষণিক বাড়িতে ও মসজিদে উপস্থিত ছিলেন, যাহা উক্ত মসজিদের ঈমাম, মোতয়াল্লী ও মুসল্লী বৃন্দকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে প্রমাণ পাওয়া যাবে।

৩। শুনানীকালে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আব্দুস সালাম যে বক্তব্যে প্রদান করেন তা সংক্ষেপে নিম্নরুপঃ
তিনি জনাব ফজর আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ঘটনার সময় ওমরা পালনে সৌদি ছিলেন। এসে শুনেন কম্পিউটার শিক্ষক জনাব ফজর আলীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। কম্পিউটার শিক্ষক জনাব মোঃ ফজর আলী ধর্ষণ মামলায় ২৭দিন হাজতে ছিলেন। এই সময় তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তিনি ওমরা পালনকালে মোঃ আমজাদ হোসেন (২৭/০৬/২০১৮ রেজুলেশন মোতাবেক) ভারপ্রাপ্ত সুপার ছিলেন এবং নিয়মিত কমিটি কর্তৃক ০৪/০৭/২০১৮ তারিখে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। জামিন পেয়ে পূর্ণবহালের জন্য আবেদন করেন। ০৭/১০/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের তদন্ত কমিটিতে কিন্তু কোন সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন না। তদন্ত কমিটি গঠনের পূর্বে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তার বিরুদ্ধে ৮৩ জন এলাকাবাসী অভিযোগ দেয় এবং স্বাক্ষর করে। তদন্তে ৮ টি বিষয় প্রমানিত হয়। পরে তাকে ১৫/০১/২০১৯ তারিখে শোকজ করে ২১/০১/২০১৯ চূড়ান্ত বরখাস্ত অনুমোদনের জন্য বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪। শিক্ষক জনাব মোঃ ফজর আলীর বিরুদ্ধে মামলার ভিকটিম মোছাঃ সুমাইয়া খাতুন কর্তৃক বিজ্ঞ আদালতে দাখিলকৃত এভিডেভিট তারিখ ২৭/০৯/২০১৮ এ উল্লেখ করেন যে, আসামী মোঃ ফজর আলী তার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। তার সহিত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুস সালামের দীর্ঘদিন অভ্যন্তরীন বিষয়ে মনোমালিন্য অব্যাহত থাকায় ও তার পিতার বিরুদ্ধে জঙ্গি সংশ্লিষ্ট কিছু অভিযোগ থাকায় তাকে মুক্ত করার প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ও তার পিতাকে বাধ্য করে শিক্ষক মোঃ ফজর আলীর বিরুদ্ধে এ মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা করা হয়েছে। মামলায় বর্ণিত জনাব ফজর আলীর সহিত তার কখনও অনৈতিক সম্পর্ক নাই ও ছিল না। এ বিষয়ে মামলা না চালনার জন্য পরামর্শের জন্য অধ্যক্ষের স্বরণাপন্ন হলে তিনি তার পিতাকে চাকরীচ্যুত ও বিভিন্ন মামলায় জেলহাজত খাটানোর ভয় দেখায় ও অধ্যক্ষ তার লেখা একটি অসত্য আবেদনে স্বাক্ষর গ্রহণ করেন।

৫। শিক্ষক জনাব মোঃ ফজর আলী এর স্ত্রী তাহেরুন নাহার যে বক্তব্যে প্রদান করেন তাহা সংক্ষেপে নিম্নরুপঃ

তিনি স্ত্রী হিসেবে বলেন তার স্বামীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা মিথ্যা। তিনি তার স্বামীর চরিত্র সম্পর্কে কোন খারাপ দিক পান নাই।

৬। মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটিকে জনাব ফজর আলীর দরখাস্ত বিষয়ে শুনানীতে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলেও কমিটির পক্ষে কেউই উপস্থিত হন নাই।

৭। জনাব ফজর আলীর বিরুদ্ধে ধর্ষণ অভিযোগ বিষয়ে ভিকটিম মোছাঃ সুমাইয়া আক্তার, পিতাঃ জহরুল হক এর মেডিকেল পরীক্ষার নিমিত্তে গঠিত তিন সদস্যের মেডিকেল কমিটির ১৫/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের প্রতিবেদন প্রদত্ত মতামত নিম্নরুপঃ

Considering physical examination, findings and other investigation reports, members of the medical board are of the opinion that-

1. The age of the victim Sumiya Khatun, D/o- Johurul Hoque, is above 18 (Eighteen) years.

2. There no sign of recent forceful sexual intercourse is detected on the body of the victim herself.

৮। শুনানীকালে জনাব ফজর আলীর দরখাস্তে বর্ণিত অভিযোগ বিষয়ে মাদ্রাসার সুপার কোন সন্তোষজনক জবাব প্রদান করতে পারেন নাই। সুপার কর্তৃক দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ভিকটিম মোছাঃ সুমাইয়া খাতুন কর্তৃক বিজ্ঞ আদালতে দাখিলকৃত এভিডেভিট-এ বর্ণিত বক্তব্যে বিষয়েও সন্তোষজনক জবাব ও ব্যাখ্যা প্রদান করতে সক্ষম হননি। শুনানীকালে জনাব ফজর আলীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আপাতঃদৃষ্টিতে ভিত্তিহীন প্রতীয়মান হওয়ায় অধ্যক্ষকে মৌখিকভাবে জনাব ফজর আলীকে পূর্ণবহাল করে বোর্ডকে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হলেও মাদ্রাসার অধ্যক্ষ/মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বোর্ডকে কিছুই অবহিত করেন নাই।

বর্ণিত অবস্থায় জনাব ফজর আলী, সহকারী শিক্ষক (আই সি টি) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আপাতঃদৃষ্টিতে ভিত্তিহীন প্রতীয়মান হওয়ায় ০৭(সাত)দিনের মধ্যে সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহার পূর্বক স্বীয় দায়িত্বে পূর্ণবহাল করার জন্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

মোঃসিদ্দিকুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪

প্রাপকঃ ১) সভাপতি ও সকল সদস্যবৃন্দ, হাদিপুর জগন্নাথপুর আহছানিয়া আলিম মাদ্রাসা, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।
২) অধ্যক্ষ, হাদিপুর জগন্নাথপুর আহছানিয়া আলিম মাদ্রাসা, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।
৩) জনাব মোঃ ফজর আলী, সহকারী শিক্ষক (আই সি টি) হাদিপুর জগন্নাথপুর আহছানিয়া আলিম মাদ্রাসা, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।

স্মারক নং- বামাশিবো/প্রশাসন/সাতক্ষীরা-১২/২২৯৭১৬ তারিখঃ ২৬.০৬.২০১৯খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপিঃ

১. জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা।
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, সাতক্ষীরা ।
৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দেবহাটা।
৪. পি ও টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫. পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৬. অফিস কপি।

মোঃ মজিবুর রহমান
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪

F:\Satkhira-12.Docx.17/06/2019